রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৫ সনের ৩৬ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ৪, ২০২৫

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭৮১—৮০৩	৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
		৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১১৭—১১৪০	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
		(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
		(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৯৩—৪২৩	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১৪৯—১১৬০	(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৬ আগস্ট ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮০.২৭.০২৬.২৪.৯৩—যেহেতু, জনাব এস এম শাহ্ হাবিবুর রহমান হাকিম (পরিচিতি নম্বর-৬৮৯১), পরিচালক (যুগ্মসচিব), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এর অস্ট্রেলিয়া গমনের নিমিত্ত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ১৪-১১-২০২৩ তারিখের ৩৪.০০.০০০০.০৪১.০৮.০১১.২৩.৪১০ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে তাঁর অনুকূলে ২৩-১১-২০২৩ হতে ০২-১২-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত অথবা ছুটি ভোগের তারিখ হতে মোট ১০(দশ) দিনের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। তিনি উক্ত মঞ্জুরকৃত ছুটি যথাসময়ে ভোগ করেননি। তিনি যথাসময়ে ছুটি ভোগ না করায় বিএসআর (পার্ট-১)-এর Appendix VIII-এর বিধি ৩৪ অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ১৪-১১-২০২৩ তারিখের ৩৪.০০.০০০০.০৪১.০৮.০১১.২৩.৪১০ নম্বর প্রজ্ঞাপনের কার্যকারিতা শেষ হয়ে যায়। পরবর্তীতে তিনি অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ভ্রমণের জন্য পুনরায় আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের আলোকে তাঁর অনুকূলে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ভ্রমণের ছুটি মঞ্জুর করা হয়নি। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক তাঁকে অস্ট্রেলিয়া গমনের অনুমতি প্রদান না করা সত্ত্বেও তিনি ৩০-০৫-২০২৪ তারিখে সচিবকে টেলিফোনে অবহিত করেন যে, তিনি ৩১-০৫-২০২৪ তারিখে অস্ট্রেলিয়া গমন করবেন। তিনি সচিব-এর নির্দেশ অমান্য করে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ১৪-১১-২০২৩ তারিখের ৩৪.০০.০০০০.০৪১.০৮.০১১.২৩.৪১০ নম্বর প্রজ্ঞাপনের কার্যকারিতা না থাকা সত্ত্বেও উক্ত প্রজ্ঞাপনমূলে তিনি ৩১-০৫-২০২৪ তারিখে বিদেশ (অস্ট্রেলিয়া) গমন করেন। ০৫ (পাঁচ)টি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও জুন মাসে বিদেশ গমন না করার বিষয়ে সচিব-এর নির্দেশনা অমান্য করে ৩১-০৫-২০২৪ তারিখে বিদেশ গমন করা কর্তব্যে অবহেলার সামিল এবং বিএসআর (পার্ট-১)-এর বিধি ৩৪ ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ন্যায়সংগত আদেশ অমান্য এবং সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত বিদেশ গমন করায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত ২২/২০২৪ নম্বর বিভাগীয় মামলায় ২৬-১২-২০২৪ তারিখের ১১৭ নম্বর স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করে তাঁকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব এস এম শাহ্ হাবিবুর রহমান হাকিম কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি ও ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করেন। গত ০৬-০৩-২০২৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয় এবং জনাব মোজাফফর আহমেদ (পরিচিতি নম্বর-৫৭৬৯), অতিরিক্ত সচিব (আইন অনুবিভাগ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক গত ০৮-০৪-২০২৫ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় নিম্নরূপ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়;

> "১নং অভিযোগের বক্তব্য ও তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন ও উত্তর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিএসআর পার্ট-১ এর Appendix VIII-এর বিধি ৩৪ অনুযায়ী 'অন্য কোন বিশেষ আদেশ না থাকিলে' বিশেষ শর্তে জনাব এস এম শাহ্ হাবিবুর রহমান হাকিম বিদেশ যাওয়ার অবারিত সময়ের (Unbarred) সুযোগ পায় কিনা এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন।"

উক্ত ত্রুটির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাসহ পুনরায় তদন্তপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য তদন্তকারী কর্তকর্তাকে পত্র দেওয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তদন্তকারী কর্মকর্তা বিএসআর পার্ট-১ এর Appendix VIII-এর বিধি ৩৪ অনুযায়ী 'অন্য কোন বিশেষ আদেশ না থাকিলে' বিশেষ শর্তে জনাব এস এম শাহ্ হাবিবুর রহমান হাকিম বিদেশ যাওয়ার অবারিত সময়ের (Unbarred) সুযোগ পায় কিনা এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান না করে তদন্তকারী কর্মকর্তা ২৫-০৫-২০২৫ তারিখে পুনঃতদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং জনাব এস এম শাহ্ হাবিবুর রহমান হাকিম-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করেন; এবং

৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, জনাব এস এম শাহ্ হাবিবুর রহমান হাকিম (পরিচিতি নম্বর-৬৮৯১), প্রাক্তন পরিচালক (যুগ্মসচিব), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-তার অনুকূলে মঞ্জুরকৃত বহিঃবাংলাদেশ ছুটির জন্য জারীকৃত সরকারি আদেশ যথাসময়ে ব্যবহার না করে বিএসআর পার্ট-১ বিধি-৩৪ এর বিধান লঙ্ঘন করে ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) দিনের বেশি অতিক্রান্ত হওয়ার পর উক্ত আদেশ ব্যবহার করে বহিঃবাংলাদেশ ছুটি ভোগ করেছেন-এ বিষয়টি অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক স্বীকৃত ও দালিলিকভাবে প্রমাণিত। তার উক্ত অসংগত ও শৃংখলা পরিপন্থী আচরণের কারণে তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও বিষয়টি ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা যে মতামত দিয়েছেন তা বিএসআর পার্ট-১ বিধি-৩৪ এর সাথে সংগতিপূর্ণ নয় বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়। সার্বিক বিবেচনায়, জনাব এস এম শাহ্ হাবিবুর রহমান হাকিম-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার বিধি ৪(২) (ক) অনুযায়ী 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে উক্ত লঘুদণ্ড আরোপের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন;

৫। সেহেতু, জনাব এস এম শাহ্ হাবিবুর রহমান হাকিম (পরিচিতি নম্বর-৬৮৯১), প্রাক্তন পরিচালক (যুগ্মসচিব), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক তাঁর উপর 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মোখলেস উর রহমান
সিনিয়র সচিব।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা, বিধি ও মতামত শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখঃ ২২ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৬ আগস্ট ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.০১২.২৫-৯৮**—যেহেতু, জনাব নিমাই কুমার দত্ত, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খানসামা (সাবেক চিফ ইন্সট্রাক্টর, টিটিসি, দিনাজপুর)(সাময়িক বরখাস্তকৃত)-এর বিরুদ্ধে টিটিসি, দিনাজপুর কর্মকালীন সময়ে স্বনির্ভর কম্পিউটার কোর্সের দায়িত্ব পালনকালে সম্মানী বাবদ অতিরিক্ত ৮৯,৩৯৫/- টাকা গ্রহণের বিষয়টি বিএমইটি কর্তৃক তদন্তে প্রমাণিত হয়;

২। যেহেতু, টিটিসি, দিনাজপুর কর্মকালীন সময়ে স্বনির্ভর কম্পিউটার কোর্সের দায়িত্ব পালনকালে সম্মানী বাবদ অতিরিক্ত ৮৯,৩৯৫/- টাকা গ্রহণের বিষয়ে বিভাগীয় মামলা নং-১১/২০২৫ রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। তিনি লিখিত জবাবে জানান যে, বিগত সময়ে দেশের সকল টিটিসিতে স্ব-অর্থায়নে ৬ মাস মেয়াদী বিভিন্ন অকুপেশনে স্ব-নির্ভর (বৈকালীন) কোর্স চালু ছিল। উক্ত কোর্সসমূহে প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট হতে কোর্স ফি বাবদ উত্তোলিত বেসরকারি খাতের অর্থ হতে বিএমইটি'র পূর্ববর্তী নির্দেশনা মোতাবেক অনিবার্য ব্যয় (ভর্তি ফি, সেশন ফি, পরিচয়পত্র, সনদায়ন, পরীক্ষা ফি, প্রশিক্ষণ কাঁচামাল) বাবদ অর্থ রেখে অবশিষ্ট অর্থ হতে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, ট্রেড সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষক, ওয়ার্কসপ এ্যাটেনডেন্ট, প্রশিক্ষণ শাখা, প্রশাসনিক শাখা, হিসাব শাখা, অফিস সহায়কসহ নিরাপত্তা কর্মী পর্যন্ত সম্মানী বণ্টন করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সকলে স্ব-অর্থায়ন পরিচালিত কোর্স হতে সম্মানী পেয়েছেন। সম্মানী বণ্টনের দায়িত্ব হিসাব শাখার মাধ্যমে অধ্যক্ষের।

বিএমইটি ৪৯.০১.০০০০.৩৪০.২৫.২৩৬.১৭.১৯২ নং স্মারকে ৩১-০৭-২০১৭ খ্রি. তারিখে "স্ব-নির্ভর কোর্সসমূহের কোর্স ফি বন্টন সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করে। উক্ত নির্দেশনা ৩১-০৭-২০১৭ খ্রি. তারিখে জারি হলেও তিনি ব্যক্তিগতভাবে তা অনেক পরে জানতে পারেন। ফলে নতুন জারীকৃত ফি বণ্টন সংক্রান্ত নির্দেশনা যথাসময়ে অবগত না হওয়ায় তার দ্বারা অতিরিক্ত সম্মানী গ্রহণের ঘটনা ঘটে। তিনি জবাব প্রদান করে আত্মপক্ষ সমর্থনের নিমিত্ত ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য আবেদন করেন;

৩। যেহেতু, গত ২৯-০৭-২০২৫ খ্রিঃ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা মৌখিকভাবে জানান যে, বিএমইটি কর্তৃক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের কোর্স ফি বন্টন সংক্রান্ত নির্দেশিকায় জারি হলেও ব্যক্তিগতভাবে তিনি তা অনেক পরে জানতে পারেন। তাঁর অফিস প্রধান কর্তৃক পূর্বের নিয়মে সম্মানী প্রদান করা হলে তিনি সে মোতাবেক সম্মানী গ্রহণ করেন; এবং

৪। যেহেতু, জনাব নিমাই কুমার দত্ত, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খানসামা (সাবেক চিফ ইন্সট্রাক্টর, টিটিসি, দিনাজপুর)(সাময়িক বরখাস্তকৃত)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তিনি প্রত্যক্ষভাবে দোষী স্পষ্ট না হওয়ায় এবং সরকারি আদেশ অনুসারে তিনি গত ৩০-০৬-২০২৫ খ্রিঃ তারিখে চালানের মাধ্যমে অতিরিক্ত গৃহীত ৮৯,৩৯৫/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা পালন করেছেন।

৫। সেহেতু, জনাব নিমাই কুমার দত্ত, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খানসামা (সাবেক চিফ ইন্সট্রাক্টর, টিটিসি, দিনাজপুর)(সাময়িক বরখাস্তকৃত)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ক) ধারা মোতাবেক অভিযোগের দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। সেই সাথে তাঁর বিরুদ্ধে গত ১৮-০৬-২০২৫ তারিখে জারীকৃত সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। উল্লেখ্য তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য হবে।

৬। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.০০৯.২৫.৯৯**—যেহেতু, প্রকৌশলী মোঃ আকরাম আলী, পরিচালক (প্রশিক্ষণমান ও পরিকল্পনা), বিএমইটি (সাবেক অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি, নারায়ণগঞ্জ)-নারায়ণগঞ্জ এ চাকরিকালে উক্ত কেন্দ্রের ইন্সট্রাক্টর জনাব সামিয়া সাইমুমকে-এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে ৯২ দিনের প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি মঞ্জুরের অভিযোগের বিষয়ে বিএমইটি কর্তৃক কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং কৈফিয়তের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা গঠন করে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য তাকে বলা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানী চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়। তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন।

২। যেহেতু, তিনি জবাবে উল্লেখ করেন যে, কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালে জনাব সামিয়া সাইমুম, ইন্সট্রাক্টর (প্রাক্তন) একজন গর্ভবর্তী নারী কর্মকর্তা এবং আবেদনের সময় তার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হওয়ায় তিনি বিধি মতে ব্যবস্থা নিন মর্মে তাঁর অফিসের তৎকালীন প্রধান সহকারীকে নির্দেশ দেন। তিনি আরো বলেন যে, উক্ত সময়ে তাঁর করোনা পরবর্তী হার্ট ও ফুসফুসজনিত সমস্যা হওয়ায় প্রধান সহকারীর ওপর নির্ভর করে সরল বিশ্বাসে অসাবধানতাবশতঃ ছুটি মঞ্জুর করেন;

৩। যেহেতু, প্রকৌশলী মোঃ আকরাম আলী, পরিচালক (প্রশিক্ষণমান ও পরিকল্পনা), বিএমইটি (সাবেক অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি, নারায়ণগঞ্জ)-নারায়ণগঞ্জ গত ২৬-০৬-২০২৫ খ্রি. তারিখ লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করলে ২৯-০৭-২০২৫ খ্রি. তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। শুনানীকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা মৌখিকভাবে জানান যে, কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালে জনাব সামিয়া সাইমুম, ইন্সট্রাক্টর (প্রাক্তন) একজন গর্ভবর্তী নারী কর্মকর্তা এবং আবেদনের সময় তার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হওয়ায় তিনি মানবিক কারণে তাঁর প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি মঞ্জুর করেন। তিনি অসাবধানতা ও ভুলবশত এই ছুটি মঞ্জুরের কারণে অনুতপ্ত ও ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

৪। যেহেতু, তিনি উক্ত প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি মঞ্জুরের ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্য কাজে অবহেলা প্রদর্শন এবং আইনসংগত কারণ ব্যতীরেকে সরকারি আদেশ, পরিপত্র ও বিধি বিধান প্রতিপালনের বিষয়ে উদাসিনতার পরিচয় দিয়েছেন যা কিনা সরকারি চাকরি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ এর পর্যায়ভুক্ত অপরাধ এবং একই বিধির ৪(২)(ক) বিধি অনুসারে তাকে তিরস্কার সূচক লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫। সেহেতু, অভিযুক্ত প্রকৌশলী মোঃ আকরাম আলী, পরিচালক (প্রশিক্ষণমান ও পরিকল্পনা), বিএমইটি (সাবেক অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি, নারায়ণগঞ্জ)-এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলায় আনীত অসদাচরণ অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায়, অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনা করে সরকারি চাকরি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক তাকে "তিরস্কার" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। এই দণ্ডাদেশ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে ০১(এক) বছর বলবৎ থাকবে।

৬। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১০ আগস্ট ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.০০৩.২৫.১০০**—যেহেতু, জনাব মালিক মোহাম্মদ তৈমুর গোফরান, সহকারী পরিচালক, বরগুনা (প্রাক্তন সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, রংপুর) এর অফিস কর্তৃক জেলা প্রশাসন রংপুর এর উদ্যোগে পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে দুই দিন ব্যাপী (২২ ও ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪) আয়োজিত তথ্য মেলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য সংবলিত মুজিববর্ষের 'স্বাধীনতার ৫০ বছর' বিষয়ক লিফলেট মেলা উদ্বোধনের পূর্বেই সাধারণ জনগণের কাছে বিতরণ করায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। একই সাথে প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বিষয়টি বিএমইটি কর্তৃক তদন্তে প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়;

২। যেহেতু, তিনি তথ্য মেলায় ২২ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, রংপুরের সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদর্শন ও বিতরণের নিমিত্ত ১৮-১২-২০২৪ তারিখের ৪৯.০১. ৮৫০০.০০১.১৫.০১০.১৪/৫৪৫ নং স্মারকে জনশক্তি জরিপ কর্মকর্তা জনাব মোঃ জবেদুল ইসলাম ও অফিস সহায়ক জনাব মোঃ জিন্নাতুল ইসলামকে দায়িত্ব প্রদান করেন। তবে প্রচার প্রচারণায় কি ধরনের লিফলেট ব্যবহার করা হবে এবং তা দ্বারা বিদেশগামী কর্মীদের কিভাবে সচেতন করা হবে সে বিষয়টি তিনি যথাযথভাবে নির্দেশনা প্রদান না করায় উক্ত কর্মচারীগণ মেলা উদ্বোধনের পূর্বেই সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য সংবলিত মুজিববর্ষের 'স্বাধীনতার ৫০ বছর' বিষয়ক লিফলেট সাধারণ জনগণের কাছে বিতরণ করেন, যা দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলার শামিল;

৩। যেহেতু, তিনি তথ্য মেলায় তাঁর অধীনস্থ ২ জনকে দায়িত্ব পালনপূর্বক জনসাধারণকে সেবা প্রদানের জন্য অফিস আদেশ করেন কিন্তু তিনি উক্ত অনুষ্ঠানে স্বশরীরে থেকে সরকারি কাজের দায়িত্ব পালন না করে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছেন।

৪। যেহেতু, গত ২৩-০৪-২০২৫ খ্রিঃ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। দাখিলকৃত কাগজপত্র ও শুনানীর প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য মেলার ব্যবস্থাপনার বিষয়ে জনাব মালিক মোহাম্মদ তৈমুর গোফরান, সহকারী পরিচালক, বরগুনা (প্রাক্তন সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, রংপুর) সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য তিনি যথাযথভাবে পালন করেননি। তিনি মেলা স্থলে লিফলেট বিতরণের কার্যক্রমের তদারিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন। এটি অসদাচরণ এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও সরকারের সেবামূলক কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(খ) বিধি অনুসারে তাঁকে "০৩ (তিন) বছরের জন্য পদোন্নতি স্থগিত রাখা" সূচক লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

৬। সেহেতু, জনাব মালিক মোহাম্মদ তৈমুর গোফরান, সহকারী পরিচালক, বরগুনা (প্রাক্তন সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, রংপুর) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রমাণ ও সার্বিক বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুসারে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(খ) অনুযায়ী তাঁকে "০৩ (তিন) বছরের জন্য পদোন্নতি স্থগিত রাখা" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

৭। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.০০৫.২৫.১০১**—যেহেতু, জনাব হামিদা আক্তার, সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার অপারেশন), বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে গত ১৩-১১-২০২২ তারিখ হতে ২৯-১২-২০২২ তারিখ পর্যন্ত ৪৭ (সাতচল্লিশ) দিন এবং ২৪-০১-২০২৩ হতে ২৯-০৯-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ২০ (বিশ) মাস ০৫(পাঁচ) দিনসহ সর্বমোট ২১ (একুশ) মাস ২২ (বাইশ) দিন বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার বিষয়টি বিএমইটি কর্তৃক তদন্তে প্রমাণিত হয়;

২। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-০২/২০২৫) রুজু করে অভিযোগনামা গঠন করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে জনাব হামিদা আক্তার, সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার অপারেশন), বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা-গত ০৯-০৪-২০২৫ খ্রি. তারিখে কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য আবেদন করেন;

৩। যেহেতু, তিনি যথাসময়ে ছুটির আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দাখিল করেননি। অনুপস্থিতির ছুটির আবেদন বিষয়ে সরকারি ছুটি বিধির প্রতি উদাসীন ও অবহেলা প্রদর্শন করেছেন;

৪। যেহেতু, গত ২৩-০৬-২০২৫ খ্রিঃ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা মৌখিকভাবে জানান যে, তাঁর স্বামী অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ও মেয়ের অসুস্থতার কারণে এবং পরবর্তীতে ২ ধাপে তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় কর্মস্থলে উপস্থিত থাকতে পারেননি। কিন্তু সরকারি চাকরির নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ অনুসারে তিনি অনুপস্থিতির ছুটি যথাসময়ে দাখিল করেননি এবং আবেদনকৃত ছুটি কি ধরনের ছুটি হিসেবে গণ্য হবে সে বিষয়ে অসম্পূর্ণ তথ্য দাখিল করেন; এবং

৫। যেহেতু, জনাব হামিদা আক্তার, সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার অপারেশন) তাঁর এই অনুপস্থিতির বিষয়ে যথাসময়ে এবং ছুটি প্রাপ্যতার হিসাবসহ আবেদনপত্র দাখিল করেননি। তাছাড়া ২/৩ ধাপে তিনি অসুস্থতার বিষয়ে নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ না করে আবেদন দাখিল করেন। অনুমোদিতভাবে ছুটি ভোগ ও ছুটি মঞ্জুরের আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়ার বিষয়ে উদাসিন ও সরকারি চাকরি বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ না করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) মোতাবেক তার বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(খ) অনুযায়ী তাকে "০১ (এক) বছরের জন্য পদোন্নতি স্থগিত রাখা" সূচক লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

৬। সেহেতু, জনাব হামিদা আক্তার, সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার অপারেশন), বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রমাণ ও সার্বিক বিষয় বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) মোতাবেক তার বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(খ) অনুযায়ী তাকে "০১ (এক) বছরের জন্য পদোন্নতি স্থগিত রাখা" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো এবং সেই সাথে মোট ২১ (একুশ) মাস ২২ (বাইশ) দিন অনুপস্থিতির মেয়াদকাল অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য হবে।

৭। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১১ আগস্ট ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.০০৪.২৫-১০২**—যেহেতু, জনাব মোঃ মাঈনুদ্দিন, অধ্যক্ষ, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নকলা, শেরপুর (সাবেক অধ্যক্ষ, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ব্রাহ্মণবাড়িয়া) অধ্যক্ষ হিসেবে ২৩-১০-২০২৪ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, টিটিসিতে যোগদান করেন এবং কোনো প্রকার প্রশাসনিক আদেশ ব্যতীত নিজের ইচ্ছায় পূর্ববর্তী কর্মস্থলে পটুয়াখালী, টিটিসি অফিস পরিচালনা করে দাপ্তরিক কার্যক্রম চালিয়েছেন এবং নগদ ক্রয়ের ক্ষেত্রে PPR ২০০৮ এর ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন মর্মে বিএমইটি কর্তৃক তদন্তে প্রমাণিত হয়।

২। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা গঠন করে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য গত ২০-০৩-২০২৫ খ্রি. তারিখে কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানের জন্য বলা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানী চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়। তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন;

৩। যেহেতু, গত ২৩-০৬-২০২৫ তারিখে তাঁর শুনানী গ্রহণ করা হয় শুনানীকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা (জনাব মোঃ মাঈনুদ্দিন) মৌখিকভাবে জানান যে, তিনি গত ২৩-১০-২০২৪ তারিখে পটুয়াখালী হতে বদলীকৃত কর্মস্থল ব্রাহ্মণবাড়িয়া টিটিসিতে যোগদান করেন। পটুয়াখালী টিটিসির সহকর্মীদের বেতন ভাতা প্রদান, বিএমইটি ও SDF MOU চুক্তি মোতাবেক SDF প্রশিক্ষণার্থীদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমাপনি ব্যয় ও বৃত্তি প্রদান, NSDA Assessment কার্যক্রম সম্পূর্ণ করা, ২৭ নভেম্বর ২০২৪ খ্রি. মধ্যেই সম্পূর্ণ করার বাধ্যবাধকতা থাকায় অর্থনৈতিক কার্যক্রমের জন্য Ibass++DDO শিফ্ট করা যাচ্ছিল না। পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও পরিচালক (প্রশাসন) এর পরামর্শক্রমে উপরোক্ত কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য অফিস আদেশ করে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করে পটুয়াখালী টিটিসির নভেম্বর ২০২৪ মাসের সহকর্মীদের বেতন ভাতা প্রদান ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ব্যয় প্রদান করেন। বিএইটির নিয়মিত ব্যাচ অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, ২৪ সেশনের প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাঁচামাল সরবরাহ না থাকায় তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে এবং ৩১ ডিসেম্বর ২৪ খ্রি. তাদের কোর্স সমাপনি ও এনএসডি এর এ্যাসেসমেন্ট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া, প্রশিক্ষকগণ জানান দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাঁচামাল সরবরাহ করা না গেলে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। তারই ফলশ্রুতিতে নিয়মিত ব্যাচের ০৫(পাঁচ) টি অকোপেশনের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাঁচামাল সরবরাহের জন্য RFQ পদ্ধতিতে কোটেশন আহ্বান করেন। ক্রয় কার্যক্রমের সকল ধাপ PPR-২০০৮ অনুসরণ করে এবং একাডেমিক কমিটি, বাজারদর যাচাই কমিটি, ইভালুয়েশন কমিটি, মালামাল কোয়ালিটি রিসিভ কমিটি গঠন করে সকলের সম্মতিক্রমে মালামাল এবং কোয়ালিটি ও কোয়ানটিটি স্টোর বুঝে পাওয়ার পর সরবরাহকারীকে বিল প্রদান করেন; এবং

৪। যেহেতু, তিনি অধ্যক্ষ হিসেবে ২৩-১০-২০২৪ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, টিটিসিতে যোগদান করেন এবং কোনো প্রকার প্রশাসনিক আদেশ ব্যতীত নিজের ইচ্ছায় পূর্ববর্তী কর্মস্থলে অফিস পরিচালনা করে দাপ্তরিক কার্যক্রম চালিয়েছেন এবং নগদ ক্রয়ের PPR ২০০৮ এর ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। এহেন কার্যকলাপ সরকারি চাকরির শৃঙ্খলা পরিপন্থি যা অসদাচরণের শামিল এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সে প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী তাঁর কার্যকলাপ অসদাচরণ এর পর্যায়ভুক্ত অপরাধ এবং সেকারণে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি অনুসারে তাঁকে "তিরস্কার" সূচক লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫। সেহেতু, অভিযুক্ত মোঃ মাঈনুদ্দিন, অধ্যক্ষ, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নকলা, শেরপুর (সাবেক অধ্যক্ষ, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ব্রাহ্মণবাড়িয়া)-এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রমাণ প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক তাঁকে "তিরস্কার" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। এই দণ্ডাদেশ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে ০১(এক) বছর বলবৎ থাকবে।

৬। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া
সিনিয়র সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৪-০৮-২০২৫ খ্রি.

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৮৫.২১-৬৯৬**—যেহেতু ডা. সবুক্তগীন মাহমুদ সোহেল (১৩৬৬০৮), সহকারী সার্জন, ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার এর বিরুদ্ধে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, আমলী আদালত-৫, সিলেটে ২০১৮ সনের যৌতুক নিরোধ আইনের ৩ ধারায় দায়েরকৃত সি. আর মামলা নম্বর ১০৯/২০১৯ দায়ের করা হয় এবং ১৬-০২-২০২১ খ্রি. তারিখে অভিযোগপত্র গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১০-১১-২০২১ খ্রি. তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৮৫.২১-৩৭৩ নং স্মারকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(২) ধারা মোতাবেক ১৬-০২-২০২১ খ্রি. তারিখে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, উপর্যুক্ত মামলায় মেট্রো ফৌঃ ৪০৫/২০২৫ ইং মোতাবেক সি. আর. ১০৯/২০১৯ নম্বর মামলা হতে উক্ত কর্মকর্তাকে খালাস দেয়া হয়;

সেহেতু, ডা. সবুক্তগীন মাহমুদ সোহেল এর সাময়িক বরখাস্তকরণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পূর্বোক্ত প্রজ্ঞাপনটি প্রত্যাহার করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তের সময়কে বিধিমোতাবেক কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করার জন্য বলা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইদুর রহমান
সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-২৫ শাখা
প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪৩২/০৪ আগস্ট ২০২৫

নং **২৩.০০.০০০০.২৫০.২৭.০৩৪.১৯.১৪৫**—যেহেতু, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (পরিচিতি নং-১০৩১৫), সহকারী অধ্যাপক, অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি) গত ০৮ আগস্ট ২০২৩ তারিখ থেকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করে এবং বিনা অনুমতিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে কর্মে অনুপস্থিত রয়েছে। এর ফলে, এমআইএসটি'র প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) এবং (গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, রুজুকৃত মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী ডাক বিভাগের মাধ্যমে অভিযুক্ত সহকারী অধ্যাপক মোঃ মিজানুর রহমান-এর স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা এবং ব্যক্তিগত ই- মেইলে প্রেরণ করা হয় এবং ডাক বিভাগ কর্তৃক 'প্রাপককে খুঁজে না পাওয়ায় পত্র ফেরত' মন্তব্যসহ পত্রসমূহ ফেরত আসে। এছাড়া যথাসময়ে তিনি ই- মেইলেও কোনো জবাব দেননি; অর্থাৎ নিধারিত সময়সীমার মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির কোনোরূপ জবাব/লিখিত বক্তব্য না পাওয়ায় জনাব মোঃ মিজানুর রহমান-এর বিরুদ্ধে বর্ণিত বিভাগীয় মামলায় গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৭(২)(ঘ) অনুযায়ী আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব জাকির হোসেন, পরিচিতি নং-৮১৯৯, উপসচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ১২ মে ২০২৫ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ মিজানুর রহমান-এর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত জনাব মোঃ মিজানুর রহমান-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর-৩(খ) এবং (গ) বিধি অনুসারে প্রমাণিত যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(৩)(৪) বিধি মোতাবেক তাঁকে 'চাকরি থেকে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জবাব প্রদানের জন্য তাঁকে নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, পূর্বের ন্যায় ডাক বিভাগের মাধ্যমে পত্রসমূহ ফেরত আসে। এছাড়া যথাসময়ে ই- মেইলেও কোনো জবাব পাওয়া যায়নি; অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তা কোনোরূপ লিখিত জবাব দাখিল না করার কারণে তাঁকে 'চাকরি থেকে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়; এবং

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৭(১০) বিধিতে গুরুদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সঙ্গে পরামর্শের বিধান থাকলেও বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯-এর প্রবিধান ৭ অনুসারে আলোচ্য ক্ষেত্রে তা প্রয়োজন নেই। তবে, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৪(৬) বিধি অনুযায়ী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে এতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রয়োজন; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) এবং (গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৭(৮) বিধির অনুসরণক্রমে বিধি ৪(১)(খ) ও ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী তাঁকে 'চাকরি থেকে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সদয় অনুমোদিত হয়েছে।

সেহেতু, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (পরিচিতি নং-১০৩১৫), সহকারী অধ্যাপক, অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন, প্রাসঙ্গিক সকল উপাদান ও প্রমাণিত অপরাধের সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে বর্ণিত 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ৭(৮) বিধির অনুসরণক্রমে বিধি ৪(১)(খ) ও ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী তাঁকে 'চাকরি থেকে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৩.০০.০০০০.২৫০.২৭.০৩৪.১৯.১৪৬**—যেহেতু, জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন রুমি (পরিচিতি নং-১০৩১৬), সহকারী অধ্যাপক, অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি) গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ থেকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করে এবং বিনা অনুমতিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে কর্মে অনুপস্থিত রয়েছেন। এর ফলে, এমআইএসটি'র প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) এবং (গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, রুজুকৃত মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী ডাক বিভাগের মাধ্যমে অভিযুক্ত সহকারী অধ্যাপক মোঃ জালাল উদ্দিন রুমি-এর স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা এবং ব্যক্তিগত ই- মেইলে প্রেরণ করা হয় এবং ডাক বিভাগ কর্তৃক 'প্রাপককে খুঁজে না পাওয়ায় পত্র ফেরত' মন্তব্যসহ পত্রসমূহ ফেরত আসে। এছাড়া যথাসময়ে তিনি ই- মেইলেরও কোনো জবাব দেননি; অর্থাৎ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির কোনোরূপ জবাব/লিখিত বক্তব্য না পাওয়ায় জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন রুমি-এর বিরুদ্ধে বর্ণিত বিভাগীয় মামলায় গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৭(২)(ঘ) অনুযায়ী আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব জাকির হোসেন, পরিচিতি নং-৮১৯৯, উপসচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ১২ মে ২০২৫ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন রুমি-এর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন রুমি-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর-৩(খ) এবং (গ) বিধি অনুসারে প্রমাণিত যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(৩)(৪) বিধি মোতাবেক তাঁকে 'চাকরি থেকে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জবাব প্রদানের জন্য তাঁকে নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, পূর্বের ন্যায় ডাক বিভাগের মাধ্যমে পত্রসমূহ ফেরত আসে। এছাড়া যথাসময়ে ই- মেইলেও কোনো জবাব পাওয়া যায়নি; অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তা কোনোরূপ লিখিত জবাব দাখিল না করার কারণে তাঁকে 'চাকরি থেকে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়; এবং

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৭(১০) বিধিতে গুরুদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সঙ্গে পরামর্শের বিধান থাকলেও বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯-এর প্রবিধান ৭ অনুসারে আলোচ্য ক্ষেত্রে তা প্রয়োজন নেই। তবে, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৪(৬) বিধি অনুযায়ী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে এতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রয়োজন; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন রুমি, সহকারী অধ্যাপক, অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররিং বিভাগ, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) এবং (গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৭(৮) বিধির অনুসরণক্রমে বিধি ৪(১)(খ) ও ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী তাঁকে 'চাকরি থেকে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সদয় অনুমোদিত হয়েছে।

সেহেতু, জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন রুমি (পরিচিতি নং-১০৩১৬), সহকারী অধ্যাপক, অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন, প্রাসঙ্গিক সকল উপাদান ও প্রমাণিত অপরাধের সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে বর্ণিত 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ৭(৮) বিধির অনুসরণক্রমে বিধি ৪(১)(খ) ও ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী তাঁকে 'চাকরি থেকে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আশরাফ উদ্দিন
সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ-১
প্রশাসন অধিশাখা-৫
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২/১২ আগস্ট ২০২৫

নং**২৫.০০.০০০০.০৩৬.০১৮.২৭.০০১৬.২৪-৩১৯**—যেহেতু, জনাব দেবতোষ দেব, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল), সিলেট গণপূর্ত উপ-বিভাগ-২, সিলেট-এ কর্মরত অবস্থায় কানাডায় বসবাসরত তার অসুস্থ বোন এর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে বহিঃবাংলাদেশ অর্জিত ছুটি মঞ্জুরসহ কানাডা গমনের অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে ২৫-০১-২০২৪ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৩.০৮.০০৫.২০২২-৬৪ নম্বর স্মারকে তার অনুকূলে ২৫-০১-২০২৪ থেকে ০৮-০২-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত অথবা ভ্রমণের প্রকৃত তারিখ থেকে ১৫ (পনের), দিন গড় বেতনে অর্জিত ছুটি মঞ্জুরসহ বহিঃবাংলাদেশ (কানাডা) গমনের অনুমতি প্রদান করা হয়। মঞ্জুরিকৃত ছুটি ভোগের লক্ষ্যে তিনি ২৭-০২-২০২৪ তারিখ কানাডা গমন করেন। গত ১২-০৩-২০২৪ তারিখ তার মঞ্জুরিকৃত ছুটির মেয়াদ শেষ হয়েছে। ছুটি শেষে পুনারায় তিনি ১৩-০৩-২০২৪ থেকে ২০-০৪-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত গড় বেতনে ৩৯ (উনচল্লিশ) দিন অর্জিত ছুটি মঞ্জুরির আবেদন গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করেন। তার আবেদন যুক্তিসঙ্গত প্রতীয়মান না হওয়ায় ছুটি মঞ্জুরে পরিবর্তে গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে ৩১-০৩-২০২৪ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২১৫.১৩.১৫২.১৪-৪১৫ নম্বর স্বারক মারফত তাকে কর্মস্থলে যোগদান করার জন্য নির্দেশনা প্রদান কারা হয়। তিনি কোনো জবাব প্রদান করেনি। পরবর্তীতে, গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে ২২-০৪-২০২৪ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২১৫.১৩.১৫২.১৪-৫০০ নম্বর স্মারকে তাকে কর্মস্থলে যোগদান করার জন্য পুণরায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি অদ্যবধি কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অমান্য করে কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি। তিনি গত ১৩-০৩-২০২৪ তারিখ থেকে অদ্যবধি বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব দেবতোষ দেব-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) ও (গ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে ০৪/২০২৪ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। এছাড়া, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তার ই-মেইল ঠিকানায়ও প্রেরণ করা হয় এবং নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও অভিযুক্ত কর্মকর্তা কোন জবাব দাখিল করেননি।

০২। যেহেতু, উপর্যুক্ত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার লক্ষে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব আবুল বাকের মো: তৌহিদকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব দেবতোষ দেব, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল)(রিজার্ভ), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা ও সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সিলেট গণপূর্ত উপ-বিভাগ-২, সিলেট এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধিতে উল্লিখিত 'অসদাচরণ' এবং ৩ বিধি ৩ (গ) তে উল্লিখিত 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

০৩। যেহেতু, তদন্তে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় এবং ই- মেইলে প্রেরণ করা হয়। তিনি নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় পরও জবাব দাখিল না করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্ত' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭ এর উপবিধি-১০ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনে পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব দেবতোষ দেবকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড দেয়া প্রয়োজন।

০৪। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ প্রসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী জনাব দেবতোষ দেবকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং যেহেতু নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব দেবতোষ দেবকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবে সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করেছেন।

০৫। সেহেতু, জনাব দেবতোষ দেব , উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল)(রিজার্ভ), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা ও সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সিলেট গণপূর্ত উপ-বিভাগ-২, সিলেট এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' করা হলো।

০৬। জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বিপ্র-০৭ শাখা

সংশোধিত প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২/১১ আগস্ট ২০২৫

নং **৩৯.০০.০০০০.০০০.২০৭.০২.০০০১.২৫-১৯৬**—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযক্তি (NST) ফেলোশিপের আবেদনপত্র যাচাই, আবেদনকারীগণের মৌখিক পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও ফেলোশিপ প্রদানের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য "খাদ্য ও কৃষি বিজ্ঞান কমিটি-৩" যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপভাবে গঠন/পুনর্গঠন করা হলো:

আহবায়ক

১। অধ্যাপক ড. মোঃ মাহবুব আলম, মেডিসিন বিভাগ, ভেটেরিনারি অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

সদস্যবৃন্দ

২। ড. মোঃ উবায়দুল্লাহ কায়ছার, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

৩। প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সাইফুল আলম, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

৪। জনাব আবু তারেক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পিএসও, আইএফএসটি, বিসিএসআইআর, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

৫। ড. মোঃ ফয়সাল আবেদীন খান, উপসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০২। কমিটির কার্যপরিধি/শর্তাদি নিম্নরূপ:

(ক) কমিটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ সাধারণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই করে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে।

(খ) সদস্য-সচিব কমিটির আহবায়কের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সভা আহবান, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

(গ) সভায় কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হয়েছে মর্মে ধরে নেয়া যাবে।

(ঘ) কমিটির আহবায়ক, সদস্যগণ ও সদস্য-সচিব বিধি মোতাবেক সম্মানি ভাতা ও আপ্যায়ন ব্যয় প্রাপ্য হবেন। তবে টিএ/ডিএ সংশ্লিষ্ট নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণ করবেন।

(ঙ) কমিটির আহবায়ক/সদস্যবৃন্দ প্রয়োজনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন/মনিটরিং এর জন্য গঠিত মনিটরিং টিমকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

নং **৩৯.০০.০০০০.০০০.২০৭.০২.০০০১.২৫-১৯৭**—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপের আবেদনপত্র যাচাই, আবেদনকারীগণের মৌখিক পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও ফেলোশিপ প্রদানের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য "খাদ্য ও কৃষি বিজ্ঞান কমিটি-১" যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপভাবে গঠন/পুনর্গঠন করা হলো:

আহবায়ক

১। অধ্যাপক ড. মোঃ মোখলেছুর রহমান, কৃষি রসায়ন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

সদস্যবৃন্দ

২। প্রফেসর ড. কাজী আহসান হাবীব, ফিশারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ, শেরে বংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৩। প্রফেসর ড. মো. মসিউল ইসলাম, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,সালনা, গাজীপুর।

৪। অধ্যাপক ড. মো. রুহুল আমীন, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

৫। জনাব মোঃ সরোয়ার হোসেন, সিনিয়র সহকারী সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাক।

০২। কমিটির কার্যপরিধি/শর্তাদি নিম্নরূপ:

(ক) কমিটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ সাধারণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই করে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে।

(খ) সদস্য-সচিব কমিটির আহবায়কের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সভা আহবান, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

(গ) সভায় কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হয়েছে মর্মে ধরে নেয়া যাবে।

(ঘ) কমিটির আহবায়ক, সদস্যগণ ও সদস্য-সচিব বিধি মোতাবেক সম্মানি ভাতা ও আপ্যায়ন ব্যয় প্রাপ্য হবেন। তবে টিএ/ডিএ সংশ্লিষ্ট নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণ করবেন।

(ঙ) কমিটির আহবায়ক/সদস্যবৃন্দ প্রয়োজনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন/মনিটরিং এর জন্য গঠিত মনিটরিং টিমকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নাজমুল ইসলাম
সিনিয়া সহকারী সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিকল্পনা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ শ্রাবণ, ১৪৩২/১০ আগস্ট, ২০২৫

নং ৫৩.০০.০০০০.৪৩২.১৪.০০৪.২৫-১২৬—বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “Project Preparation Advance Under the Financial Sector Support Project-II (PPA of FSSP-II)” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের জন্য নিম্নোক্তভাবে একটি Project Steering Committee (PSC) কমিটি গঠন করা হলোঃ

	সভাপতি
০১	সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
	সদস্যবৃন্দ
০২	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
০৩	বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গভর্নর মহোদয়ের প্রতিনিধি (নির্বাহী পরিচালকের নিম্নে নয়)
০৪	যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
০৫	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-এর প্রতিনিধি,
০৬	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-এর প্রতিনিধি
০৭	বাস্তবায়ন,পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রতিনিধি
০৮	পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের প্রতিনিধি
০৯	পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের প্রতিনিধি
১০	পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের প্রতিনিধি
১১	পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের প্রতিনিধি
১২	প্রকল্প পরিচালক, PPA of FSSP-II শীর্ষক প্রকল্প
১৩	বাংলাদেশ ব্যাংকের Project Implementing Unit(PIU)-এর প্রতিনিধি
	সদস্য-সচিব
১৪	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-২), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

স্টিয়ারিং কমিটি'র কার্যপরিধিঃ

ক) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের কর্মকৌশল সংক্রান্ত সুপারিশের প্রদান;

খ) প্রকল্প বাস্তবায়নে নীতিনির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রম বিষয়ে অনুশাসন প্রদান;

গ) প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ মনিটরিং ও মূল্যায়ন;

ঘ) কমিটি প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হবে; এবং

ঙ) কমিটি প্রয়োজনে উপযুক্ত সদস্যদের Co-Opt করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির অদেশক্রমে

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ: ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গা./১২ আগস্ট ২০২৫ খ্রি.

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০১০.৭৯ (১)-১৮৮**— মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান, জন্ম তারিখ: ০১-০৩-১৯৮২ খ্রি., পিতা: ওবায়দুর রহমান, মাতা: শামছুর নাহার, প্রযত্নে-হাফেজ ওবায়দুর রহমানের বাড়ী, গ্রাম: আলীপুর, ওয়ার্ড নং: ০৪, ডাকঘর: হাটহাজারী-৪৩৩০, হাটহাজারী পৌরসভা, উপজেলা: হাটহাজারী, জেলা: চট্টগ্রাম।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলা পৌরসভার ০৩ ও ০৪ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুর্ননির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০১০.৭৯ (১)-১৮৯**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ মিছবাহ উদ্দিন, জন্ম তারিখঃ ০৫-০২-১৯৮৭ খ্রি., পিতাঃ গোলামুর রহমান, মাতাঃ জোহরা বেগম, প্রযত্নে-নূর মঞ্জিল, গ্রামঃ ফটিকা, ওয়ার্ড নংঃ ০৫, ডাকঘরঃ হাটহাজারী, হাটহাজারী পৌরসভা, উপজেলাঃ হাটহাজারী, জেলাঃ চট্টগ্রাম। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলা পৌরসভার ০৫ ও ০৬ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুর্ননির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০১০.৭৯ (১)-১৯০**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব ইসমাঈল হোসেন, জন্ম তারিখঃ ০১-০৩-১৯৯৯ খ্রি., পিতাঃ মোঃ ইদ্রিস মিয়া, মাতাঃ হোসনে আরা বেগম, গ্রামঃ মোহাম্মদপুর, ওয়ার্ড নংঃ ০৯, ডাকঘরঃ হাটহাজারী-৪৩৩০, হাটহাজারী পৌরসভা, উপজেলাঃ হাটহাজারী, জেলাঃ চট্টগ্রাম। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলা পৌরসভার ০৮ ও ০৯ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুর্ননির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাইদুজ্জামান শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

শৃঙ্খলা-০১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪৩২/০৪ আগস্ট, ২০২৫

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০০৩.২৫-৯৪**—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ সেলিম হোসেন, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্ত), সুরক্ষা সেবা বিভাগ গত ০৯-০৯-২০২৪ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০১২.৩৫.০৪৬.২১.১৪৩২ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে আমেরিকা ভ্রমণ এবং অসুস্থ স্ত্রীর পাশে থাকার উদ্দেশ্যে ৩০ (ত্রিশ) দিনের বহিঃবাংলাদেশ অর্জিত ছুটি নিয়ে গত ১৩-০৯-২০২৪ তারিখ আমেরিকায় গমন করেন;

যেহেতু, সুরক্ষা সেবা বিভাগের সিনিয়র সচিবের দপ্তরে সংরক্ষিত হাজিরা বহি পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, আপনি গত ১২-০৯-২০২৪ তারিখ সর্বশেষ অফিস করেন এবং সেক্ষেত্রে গত ১৫-১০-২০২৪ তারিখ আপনার ৩০ (ত্রিশ) দিনের বহিঃবাংলাদেশ অর্জিত ছুটি শেষ হয়। কিন্তু আপনি অনুমতিসহ দেশত্যাগ করার পর অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী অনুমতিসহ দেশ ত্যাগের পর অনুমোদিত সময়ের অতিরিক্ত ৬০ (ষাট) দিনের বেশি সময় ধরে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় গত ২৮-০১-২০২৫ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০১২.০১.১২৮.১৭.৭৮ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে আপনাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে;

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২(চ) অনুযায়ী অনুমতিসহ দেশ ত্যাগ করার পর অনুমোদিত সময়ের অতিরিক্ত ৬০ (ষাট) দিনের অধিক সময় ধরে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে "পলায়ন (desertion)" এর যে অপরাধ আপনি করেছেন তা একই বিধিমালার বিধি ৩(গ) অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ;

যেহেতু, আপনার এহেন কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী আপনাকে 'পলায়ন'-এর দায়ে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা নং ০২/২০২৫ রুজু করা হয় এবং ০৫-০২-২০২৫ খ্রি. তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০০৩.২৫-২৫ সংখ্যক স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। আপনি জবাব দাখিল করেননি;

যেহেতু, মামলাটি তদন্তের জন্য গত ০৯-০৩-২০২৫ খ্রি. তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা বিধি মোতাবেক তদন্ত সম্পন্ন করে গত ১৭-০৪-২০২৫ খ্রি. তারিখ প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮, এর ৩ (গ) বিধি মোতাবেক 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি, তথ্য প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত 'পলায়ন' এর অভিযোগটি প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী 'চাকরি থেকে বরখাস্তকরণ' এর বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে গত ২৯-০৪-২০২৫ খ্রি. তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, আপনি ২য় কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেননি এবং গুরুদণ্ড আরোপের পূর্ব সিদ্ধান্ত বহাল রেখে একই বিধিমালার ৭(১০) বিধি মোতাবেক গত ১৮-০৬-২০২৫ খ্রিঃ তারিখে সরকারি 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' এর বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়কে অনুরোধ করা হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মোঃ সেলিম হোসেন-কে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' এর বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড আরোপের পরামর্শ প্রদান করেছে;

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩ (গ) বিধি মোতাবেক 'পলায়ন' এর অভিযোগটি প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক জনাব মোঃ সেলিম হোসেন, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ- কে সরকারি 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০০৮.২৪-৯৫**—যেহেতু, আপনি জনাব বাপ্পী বড়ুয়া, প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্ত), সুরক্ষা সেবা বিভাগ গত ১৩ মার্চ ২০২৪ তারিখে অত্র বিভাগের প্রশাসন-১ শাখার ৫৮.০০.০০০০.০১২.৩৫.০০৩.১৯.২৪০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে ১০ (দশ) দিনের বহি:বাংলাদেশ অর্জিত ছুটি নিয়ে অনুমতিসহ দেশত্যাগ করার পর অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, বহিরাগমন-৫ শাখার হাজিরা খাতা অনুযায়ী আপনি গত ২০ মে ২০২৪ তারিখ সর্বশেষ অফিস করেন। তদনুযায়ী গত ৩০ মে ২০২৪ তারিখ আপনার ১০ (দশ) দিনের বর্হিবাংলাদেশ অর্জিত ছুটি শেষ হয়। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী অনুমতিসহ দেশ ত্যাগের পর অনুমোদিত সময়ের অতিরিক্ত ৬০ (ষাট) দিনের বেশি সময় ধরে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় প্রশাসন-১ শাখার ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০১২.০১.১২০.১৭.২০৫ সংখ্যক আদেশমূলে আপনাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২(চ) অনুযায়ী অনুমতিসহ দেশ ত্যাগ করার পর অনুমোদিত সময়ের অতিরিক্ত ৬০ (ষাট) দিনের অধিক সময় ধরে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে "পলায়ন (desertion)" এর যে অপরাধ করেছেন তা, একই বিধিমালার বিধি ৩(গ) অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ;

যেহেতু, আপনার এহেন কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী আপনাকে 'পলায়ন'-এর দায়ে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় কার্যধারা ০৬/২০২৪ রুজু করা হয় এবং ১৫-০৯-২০২৪ খ্রি. তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০০৮.২৪-২৬৯ সংখ্যক স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। আপনি জবাব দাখিল করেন এবং জবাবে আপনি ব্যক্তিগত শুনানির ইচ্ছা পোষণ না করে অভিযোগসমূহ হতে অব্যাহতি চান;

যেহেতু, আপনার জবাব পর্যালোচনা করে মামলাটি তদন্তের জন্য গত ২৭-১০-২০২৪ খ্রি. তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা বিধি মোতাবেক তদন্ত সম্পন্ন করে গত ১৯-০১-২০২৫ খ্রি. তারিখ প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮, এর ৩ (গ) বিধি মোতাবেক 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি, তথ্য প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত 'পলায়ন' এর অভিযোগটি প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার ৪ (৩) (ঘ) বিধি অনুযায়ী 'চাকুরি থেকে বরখাস্তকরণ' এর বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে গত ২৭-০১-২০২৫ খ্রি. তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, আপনি ২য় কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেননি এবং গুরুদণ্ড আরোপের পূর্ব সিদ্ধান্ত বহাল রেখে একই বিধিমালার ৭(১০) বিধি মোতাবেক গত ০৪-০৩-২০২৫ খ্রিঃ তারিখে সরকারি 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' এর বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়কে অনুরোধ করা হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব বাপ্পী বড়ুয়া-কে 'চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ' এর বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড আরোপের পরামর্শ প্রদান করেছে;

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩ (গ) বিধি মোতাবেক 'পলায়ন' এর অভিযোগটি প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪ (৩) (ঘ) বিধি মোতাবেক জনাব বাপ্পী বড়ুয়া, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ-কে সরকারি 'চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ' করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শামীম খান
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ)।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৭ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৭.২৭.০০৪.২৫.১১৩**—যেহেতু, জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, উপপরিচালক (সাময়িক বরখাস্ত), বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা (সংযুক্ত আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, সাতক্ষীরা) গত ০১-০২-২০২৪ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মরত আছেন;

যেহেতু, তিনি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, সাতক্ষীরা কর্মরত থাকাকালীন ১৩-০৮-২০২৪ খ্রিঃ তারিখে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ছাত্র-জনতার নিকট উক্ত অফিসে কর্মরত কতিপয় কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে অনৈতিক অর্থ লেনদেন ও বিধি-বহির্ভূত কাজে জড়িত থাকার বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হয় এবং বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে তিনি জনরোষের সম্মুখীন হন। জনগণকে পাসপোর্ট প্রাপ্তিতে হয়রানি, পাসপোর্ট ফি বাবদ অতিরিক্ত অর্থ আদায়সহ অন্যান্য অভিযোগসমূহ উল্লেখ করত: ছাত্র-জনতা তাকে অফিস হতে বের করে নিয়ে সেনা ক্যাম্পে হস্তান্তর করেন। উল্লিখিত অভিযোগের বিষয়ে প্রাথমিকভাবে সত্যতা পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে গত ১৫-০৮-২০২৪ খ্রিঃ তারিখে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের জন্য ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর হতে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তিনি উক্ত অনৈতিক অর্থ লেনদেন ও বিধি বহির্ভূত কাজে জড়িত ছিলেন মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, তার এহেন আচরণ এর জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী তাকে **'অসদাচরণ'** এর দায়ে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা নং ০৩/২০২৫ রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত গত ১৪-০৫-২০২৫ তারিখে উক্ত অভিযোগনামায় বর্ণিত ও অভিযোগের বিষয়ে জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন।

যেহেতু, গত ০২-০৭-২০২৫ তারিখ এবং গত ০৬-০৮-২০২৫ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযোগনামা, দাখিলকৃত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য ইত্যাদি পর্যালোচনায় গুরুত্ব বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২) (খ) অনুযায়ী 'লঘুদণ্ড' আরোপ করার সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, উপপরিচালক (সাময়িক বরখাস্ত), বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা (সংযুক্ত আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, সাতক্ষীরা)- কে তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২)(খ) অনুযায়ী **দুই বছরের জন্য একটি বেতন বৃদ্ধি স্থগিত** করা হলো। উল্লেখ্য, তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালকে 'অসাধারণ ছুটি' হিসেবে গণ্য করা হবে এবং সাময়িক বরখাস্তকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে রাষ্ট্রকর্তৃক প্রদত্ত খোরপোষ ভাতা ফেরত প্রদান করতে হবে না। একই সঙ্গে তাঁর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

সংস্কৃত বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শিল্পকলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২ /১৩ আগস্ট ২০২৫

নং **৪৩.০০.০০০০.১১৬.০৬.১৮৩.২৪.২৪৬**—বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্টি বোর্ড সংক্রান্ত সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর ৪৩.০০.০০০০.১১৬.০৬.১৮৩.২৪.৪৪৫, তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ আংশিক সংশোধনপূর্বক বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৩২ নম্বর আইন) এর ৬ নং ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য সরকার নিম্নরূপভাবে ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন করিল:

ক্রমিক	সদস্যদের নাম (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)	পদবি
১.	মাননীয় উপদেষ্টা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২.	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ভাইস চেয়ারম্যান
৩.	মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা	সদস্য
৪.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি, যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি, যুগ্মসচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	জনাব নাহিদ হাসান নলেজ, কবি, কলামিস্ট ও সংগঠক	সদস্য
৮.	জনাব আশফাক নিপুণ, নির্মাতা	সদস্য
৯.	জনাব নওশাবা আহমেদ, অভিনয় শিল্পী	সদস্য
১০.	ড. মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম (কচি), সাংস্কৃতিক স্থপতি, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও শিক্ষাগুরু	সদস্য
১১.	জনাব সামিনা লুৎফা, নাট্যব্যক্তিত্ব ও শিক্ষক	সদস্য
১২.	কবি মোহন রায়হান, সভাপতি, জাতীয় কবিতা পরিষদ	সদস্য
১৩.	জনাব কনক চাঁপা, সংগীত শিল্পী	সদস্য
১৪.	জনাব সাইয়েদ জামিল, কবি	সদস্য
১৫.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট	সদস্য সচিব

কার্যপরিধি: বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১ এর ৭ ধারায় উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পাদন।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং মনোনীত সদস্যগণ গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের তারিখ থেকে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আয়েশা সিদ্দিকা
উপসচিব।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ শ্রাবণ, ১৪৩২/১০ আগস্ট, ২০২৫

নং ১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০৩২.২৫-২১১—যেহেতু, জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান (১০৯০৫০৯৩), সিনিয়র সহকারী সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (প্রাক্তন অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ঢাকা) এর বিরুদ্ধে ১২টি জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি নং-৩৭৫১০৪৭১৫৪, ৬৪০০১১৩০৪৬, ৫০৬২৫৪৭২১০, ৫৫১৮১৪২২৮৫, ৭৩৫১৬৭২৮৪০, ৪৬১৮৭৬৮৩০৫, ৮২০৬৮৭২৬০১, ৫১০৫৬৮৮৫২৬, ৯১০৫৬৪০১৩১, ৫০৫৫৮০৩৬৭৯, ৫৫৫৪২৭২২১০, ৫০৬৪৮৪৮৪৫৯) সংশোধনে অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হয়; তিনি উপযুক্ত ও যৌক্তিক কাগজপত্র গ্রহণ ব্যতিত এবং যথাযথ যাচাই ছাড়াই উপরোক্ত সংশোধনের আবেদন অনুমোদন করেছেন; তিনি ইচ্ছাকৃত ও নিয়ম বহির্ভূতভাবে উক্তরূপ কার্য সম্পাদন করতঃ জাতীয় পরিচয়পত্র ও সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত (সংশোধন, যাচাই ও সরবরাহ) প্রবিধানমালা, ২০১৪ এর অধীন প্রণীত আবেদন নিষ্পত্তির নির্দেশনা (SOP) অমান্য করেছেন; তিনি উক্তরূপ কার্য সম্পাদন করতঃ অপেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং নির্বাচন কমিশনের সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্তের ইন্টেগ্রিটি প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন;

যেহেতু, প্রাথমিক তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভিগীয় মামলা নং-০৮/২০২৫ রুজু করতঃ অভিযোগনামায় কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, তিনি অভিযোগনামার জবাব দাখিল পূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন; ০৬-০৮-২০২৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিতে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে উল্লেখ করেন যে, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ফরিদপুর হিসেবে হঠাৎ করে তাকে দায়িত্ব প্রদান করায় 'গ' ক্যাটাগরির সংশোধনের বিষয়ে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না; ২০২২-২০২৩ সালে স্তূপীকৃত অনিষ্পন্নআবেদন থাকায় তিনি প্রতিদিন গড়ে ৪০/৫০ জনের আবেদন নিষ্পত্তি করেন; আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির কারণে অনিচ্ছাকৃত কিছু ব্যত্যয় হতে পারে; তবে তার কোনো অনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না;

যেহেতু, উত্থাপিত ১২টি জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনে অনিয়মের অভিযোগের প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন ও অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব বিবেচনায় এবং ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণান্তে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্তের স্বীয় দায়িত্বের প্রতি মনোযোগের অভাব ছিল এবং প্রশাসনিক দায়িত্বের সীমারেখা সম্পর্কে তার সচেতনার অভাব ছিল;

সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, সিনিয়র সহকারী সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (প্রাক্তন অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ঢাকা) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিধি ৪(২)(ক) মোতাবেক 'তিরস্কার' এবং বিধি ৪(২)(খ) অনুসারে "০২(দুই) বছরের জন্য পদোন্নতি স্থগিত" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করে বিভাগীয় মামলা নং-০৮/২০২৫ নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আখতার আহমেদ
সিনিয়র সচিব।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ও গণযোগাযোগ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২/১৩ আগস্ট ২০২৫

নং ১৫.০০.০০০০.০২৫.১৮.১০৯.১১.৩২৬—আশুগঞ্জ থানার মামলা নং ১৬, তারিখ: ২৪-০৮-২০১২ খ্রি: অভিযোগপত্র নং ১৫৯, তারিখ: ৩০-১১-২০১২ খ্রি: ধারা ৩৪১/৩০৭/৩২৩/৩২৪/৩২৬/৩৫৪ পেনাল কোড এর আওতায় বিচারের নিমিত্তে তাঁর বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা ও চার্জশিট বিজ্ঞ আদালতে গৃহীত হওয়ায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ১৫.০০.০০০০.০২৫.১৮.১০৯.১১-৩৫(৬) নং প্রজ্ঞাপনমূলে খাগড়াছড়ি জেলা তথ্য অফিসের তথ্য অফিসার জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেনকে চাকুরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক ১০-১১-২০২৪ খ্রি: তারিখে উক্ত মামলার রায়ে জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেনকে অভিযোগের দায় হতে বেকসুর খালাস প্রদান করায় ও আপিল মোকাদ্দমা দায়ের না করায় জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এর সাময়িকভাবে বরখাস্ত আদেশটি এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

২। তাঁর সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন সময় বিএসআর পার্ট-১ এর বিধি ৭২ এর মর্মানুযায়ী কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে এবং তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন সময়ের জন্য বিধি মোতাবেক বকেয়া আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহবুবা ফারজানা
সচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মজুরী বোর্ড শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ ভাদ্র ১৪৩২/১৭ আগস্ট ২০২৫

নং ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩৪.০১০.২৪-৮৯—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩২৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে "Bangladesh Knitwear Manufacturers & Exporters Association (BKMEA)" এর সদস্য কারখানাসমূহকে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১০০, ১০২ এবং ১০৫ এর বিধানের প্রয়োগ হইতে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে ১৭ এপ্রিল ২০২৫ হতে ১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) মাসের জন্য অব্যাহতি প্রদান করিল।

শর্তাবলি:

১। বালাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২১৪ নম্বর বিধি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় তহবিল অথবা শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করতে হবে;

২। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে;

৩। অতিরিক্ত কাজের জন্য স্বাভাবিক মজুরির দ্বিগুন হারে মজুরি প্রদান করতে হবে;

৪। বিধিমোতাবেক সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করতে হবে;

৫। কেবলমাত্র স্বেচ্ছায় আগ্রহী শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজে নিয়োগ করা যাবে;

৬। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিলুফার ইয়াসমিন
উপসচিব।

[একই নম্বর ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শিল্পকলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২/১৩ আগস্ট ২০২৫

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৬.০৬.১৮৩.২৪.২৪৬—বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্টি বোর্ড সংক্রান্ত বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর ৪৩.০০.০০০০.১১৬.০৬.১৮৩.২৪.৪৪৫, তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ আংশিক সংশোধনপূর্বক বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৩২ নম্বর আইন) এর ৬নং ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য সরকার নিম্নরূপভাবে ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন করিল :

ক্রমিক	সদস্যদের নাম (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)	পদবি
১.	মাননীয় উপদেষ্টা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২.	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ভাইস চেয়ারম্যান

ক্রমিক	সদস্যদের নাম (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)	পদবি
৩.	মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা	সদস্য
৪.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি, যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি, যুগ্মসচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	জনাব নাহিদ হাসান নলেজ, কবি, কলামিস্ট ও সংগঠক	সদস্য
৮.	জনাব আশফাক নিপুন, নির্মাতা	সদস্য
৯.	জনাব নওশাবা আহমেদ, অভিনয়শিল্পী	সদস্য
১০.	ড. মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম (কচি), সাংস্কৃতিক সংগঠক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা	সদস্য
১১.	জনাব সামিনা লুৎফা, নাট্যব্যক্তিত্ব ও শিক্ষক	সদস্য
১২.	কবি মোহন রায়হান, সভাপতি, জাতীয় কবিতা পরিষদ	সদস্য
১৩.	জনাব কনক চাঁপা, সংগীত শিল্পী	সদস্য
১৪.	জনাব সাইয়েদ জামিল, কবি	সদস্য
১৫.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি: বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১ এর ৭ ধারায় উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পাদন।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং মনোনীত সদস্যগণ গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের তারিখ থেকে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আয়েশা সিদ্দিকা
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

অধিগ্রহণ-২ শাখা

এল. এ কেস নং: ২৫/১৯৭৬-১৯৭৭

"ঘোষণা"

[১৩(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ: ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২/১৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩০.২৫-১৭৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি "ফরিদগঞ্জ উপজেলায় চাঁদপুর পানি উন্নয়ন প্রকল্পাধীন খাল পুন:খনন এর জন্য ২৯৮ নং গাবদের গাঁও মৌজার ভূমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮ এর (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে অথবা প্রদান করা হবে মর্মে অনুমতি রয়েছে।সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অনুসারে আমি এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়েছে মর্মে ঘোষণা করলাম এবং অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর অর্পিত হল।

তফসিল

জেলা: চাঁদপুর, উপজেলা: ফরিদগঞ্জ, মৌজার নাম: ২৯৮ নং গাবদের গাঁও

খতিয়ান	দাগ	শ্রেণি	পরিমাণ (একর)
২৪২	৭৮৮	নাল	০.২৫
২৪২	৭৮৯	নাল	০.১৮
৭	৭৯৩	নাল	০.১৩
৮	৭৯৪	নাল	০.১০
৮	৭৯৫	নাল	০.০৭
১০৬	৭৯৯	নাল	০.১৯
১০৬	৮০০	নাল	০.১০
১৮৫	৮০১	নাল	০.৩০
১৯০	৮৪০	নাল	০.০৩
১৯০	৮৪১	নাল	০.১৭
১৯০	৮৫১	নাল	০.২১
১৮৫	৮৫২	নাল	০.১০

মোট = ১.৮৩০০ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ কেস নং: ৩৭/১৯৭৭-১৯৭৮

"ঘোষণা"

[১৩(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ: ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২/১৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩০.২৫-১৭৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি "ফরিদগঞ্জ উপজেলায় চাঁদপুর পানি উন্নয়ন প্রকল্পাধীন খাল পুন:খনন এর জন্য ৩২০নং রুস্তমপুর মৌজার ভূমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮ এর (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে অথবা প্রদান করা হবে মর্মে অনুমতি রয়েছে।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অনুসারে আমি এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়েছে মর্মে ঘোষণা করলাম এবং অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর অর্পিত হল।

তফসিল

জেলা: চাঁদপুর, উপজেলা: ফরিদগঞ্জ, মৌজার নাম: ৩২০ নং রুস্তমপুর

খতিয়ান	দাগ	শ্রেণি	পরিমাণ (একর)
১৩,২১	২৮৯	বাগান, বসত, খাল	০.২৮
১৩,২৪	২৯৯/৩০০	পুকুর পাড়, খাল	০.০৯
১০	৩০১	বাগান	০.০৫
২৪	৩০২	বাগান	০.০৫
১২	৩০৩	বাগান	০.০৫
১৮	৩০৬	বাগান	০.০২
১২	৩০৭	বাগান	০.০৬
২৭	৩০৮	বাগান	০.০৬
২৪	৩০৯	নাল	০.০৮
১০	৩১০	ভিটি	০.০৮
২০	৩১১	বাগান	০.২০
২০	৩৩৪	বাগান	০.১০
৪১	৩৩৬	নাল	০.৩৫
২০	৩৪৬	ভিটি	০.০৫
২০	৩৪৭	ভিটি	০.০৬
১৭	৩৪৮	চাষি ভিটি	০.০৩
১৭	৩৫১	চাষি ভিটি	০.০৪
১৭	৩৫২	পুকুর, পুকুর পাড়	০.০৮
১৭	৩৫৩	চাষি ভিটি	০.০৪
২৪,১২	৩৮৯	বসত	০.১০
পেটি	৩৯০	ভিটি	০.১০
১৭	৪১০	নাল, খাল	০.১১
১৭	৪১১	নাল, খাল	০.১০
১২	৪১২	নাল, খাল	০.০৭
১২	৪১৫	নাল, খাল	০.১০
১২	৪১৬	নাল, খাল	০.১৭
২১	৪১৭	নাল, খাল	০.২২
ছুট	৪১৮	ভিটি, নাল, খাল	০.১০
২৩	৪১৯	নাল, খাল	০.১৩
ছুট	৫৯৬	নাল, খাল	০.১৬
৯৪	৬০৫	নাল, খাল	০.১০
৯৪	৬০৬	নাল, খাল	০.১২
৫৫	৬৩৬	নাল, খাল	০.২২
৫৫	৬৩৭	নাল, খাল	০.২০
৯৪	৬৩৮	নাল, খাল	০.২২
৫২	৬৪০	নাল, খাল	০.২৬
৯৬	৬৫৯	নাল, খাল	০.১১
৯৬	৬৬০	নাল, খাল	০.২৫

মোট = ৪.৬১ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ কেস নং: ৫২/১৯৭৬-১৯৭৭

"ঘোষণা"

[১৩(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ: ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২/১৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩০.২৫-১৭৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ফরিদগঞ্জ উপজেলায় চাঁদপুর পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্পাধীন খাল পুন:খনন এর জন্য ৩০৩নং কবিরুপসা মৌজায় অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮ এর (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে অথবা প্রদান করা হবে মর্মে অনুমতি রয়েছে।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অনুসারে আমি এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়েছে মর্মে ঘোষণা করলাম এবং অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর অর্পিত হল।

তফসিল

জেলা: চাঁদপুর, উপজেলা: ফরিদগঞ্জ, মৌজার নাম: ৩০৩ নং কবিরুপসা

খতিয়ান	দাগ	শ্রেণি	পরিমাণ (একর)
৮৬	২	পথ	০.১০
৮৫	৩	নাল	০.১৭
৮৬	৪	নাল	০.০৭
৪	১১	নাল	০.০৭
৪	১২	নাল	০.১১
৪৭	১৩	নাল	০.১৩
৪৬	১৪	নাল	০.০২
৪৬	১৫	নাল	০.০২
৪৬	১৬	নাল	০.০৫
২৯	৩১	নাল	০.০৭
২৯	৩৬	নাল	০.০৩
২৮	৩৭	নাল	০.০৪
২৮	৩৮	নাল	০.০৩
১৬	৩৯	নাল	০.০৬
১৪	৪০	নাল	০.০৫
৪৬	৪২	নাল	০.০৪
৪৬	৪৩	নাল	০.০২
৭৬/১	২০৬	নাল	০.১০
১৯	২১৩	নাল	০.০৯
১৯	২৩৮	নাল	০.০৪
৫৮	২৪২	নাল	০.০৫
৫৮	২৫১	নাল	০.০৬
৫৮	২৫৪	ভিটি	০.০৪
৭১	৩১৫	ভিটি	০.০৩
৭১	৩১৭	ভিটি	০.০৩
৭১	৩১৮	ভিটি	০.০৩
৭১	৩২১	ভিটি	০.০৩

মোট = ১.৫৮০০ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ কেস নং: ৫৫/১৯৭৬-১৯৭৭

"ঘোষণা"

[১৩(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ: ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২/১৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩০.২৫-১৭৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি "ফরিদগঞ্জ উপজেলায় চাঁদপুর পানি উন্নয়ন প্রকল্পাধীন খাল পুন:খনন এর জন্য ৩০৬নং বিষুরবন্ধ মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮ এর (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে অথবা প্রদান করা হবে মর্মে অনুমতি রয়েছে।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অনুসারে আমি এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়েছে মর্মে ঘোষণা করলাম এবং অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর অর্পিত হল।

তফসিল

জেলা: চাঁদপুর, উপজেলা: ফরিদগঞ্জ, মৌজার নাম: ৩০৬ নং বিষুরবন্ধ

খতিয়ান	দাগ	শ্রেণি	পরিমাণ (একর)
৪০	৪৪২	নাল	০.০৪
৪০	৪৪৩	ভিটি	০.১২
ছুট	৪৪৬	নাল	০.০৫
ছুট	৪৬০	নাল	০.০৭
ছুট	৪৬১	নাল	০.০৫
১১২	১২৩৯	নাল	০.১১
১৭০	১২৪১	নাল	০.১০
২৭	১২৬২	নাল	০.০৯
২৭	১২৬৩	ভিটি	০.০২
২৭	১২৬৪	নাল	০.০২
১১১	১২৬৮	নাল	০.০২
১০৯	১২৭৫	নাল	০.০১
১০৭	১২৭৬	নাল	০.০৪
১০৮	১২৭৭	নাল	০.০৭
১২০	১২৮০	নাল	০.০২
১০৯	১২৮১	নাল	০.০২
১১১	১২৮৪	নাল	০.০৩
১০৮	১২৮৫	ভিটি	০.০৪
১১০	১২৮৬	নাল	০.০২
১২৮	১৪১১	নাল	০.০২
১২৪	১৪১৩	নাল	০.০৩
১৩৩	১৪১৪	নাল	০.১০
১৬৬	১৪৩৪	নাল	০.০৮
১৬৬	১৪৩৬	নাল	০.০৮
১৬৬	১৪৪৪	নাল	০.০৫

মোট = ১.৩০০০ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ কেস নং: ৬০/১৯৭৬-১৯৭৭

"ঘোষণা"

[১৩(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ: ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২/১৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩০.২৫-১৭৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি "ফরিদগঞ্জ উপজেলায় চাঁদপুর পানি উন্নয়ন প্রকল্পাধীন খাল পুন:খনন এর জন্য ৩১৮ নং কমলকান্দি মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮ এর (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে অথবা প্রদান করা হবে মর্মে অনুমতি রয়েছে।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অনুসারে আমি এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়েছে মর্মে ঘোষণা করলাম এবং অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর অর্পিত হল।

তফসিল

জেলা: চাঁদপুর, উপজেলা: ফরিদগঞ্জ, মৌজার নাম: ৩১৮ নং কমলকান্দি

খতিয়ান	দাগ	শ্রেণি	পরিমাণ (একর)
৯	১৫	নাল	০.০৭
৯	১৭	নাল	০.১১
৫৭/৪	৪৪	নাল	০.০২
৫৭/৪	৪৫	নাল	০.০২
৫৭/৫	৪৬	নাল	০.০৪
২৬/১	৪৮	নাল	০.০৩
৬৭	৪৯	নাল, ভিটি	০.১৮
৩৫/১	৫০	ভিটি, গর্ত	০.১০
৩১/১	২৫৬	নাল	০.০৮
২০	২৫৭	নাল	০.১৫
৩৫/১	২৫৯	নাল	০.০৮
৯	২৬৩	নাল	০.০৩
৯	২৬৪	নাল	০.০৪
৩৭/১	২৬৬	নাল	০.০৩
৩৭/১	২৬৭	নাল	০.০৪
৩	২৬৮	নাল	০.০৩
২১	২৯১	নাল	০.১১
৫৬	২৯২	নাল	০.০৯
৩০/১	২৯৮	নাল	০.১৩
৭৯	৩০১	নাল	০.১২
৩	৩৩২	নাল	০.১৩

মোট = ১.৬৩ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ কেস নং: ৬১/১৯৭৬-১৯৭৭

"ঘোষণা"

[১৩(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ: ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২/১৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩০.২৫-১৭৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি "ফরিদগঞ্জ উপজেলায় চাঁদপুর পানি উন্নয়ন প্রকল্পাধীন খাল পুন:খনন এর জন্য ৩১৯ নং ভাটেরহুদ মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮ এর (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে অথবা প্রদান করা হবে মর্মে অনুমতি রয়েছে।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অনুসারে আমি এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়েছে মর্মে ঘোষণা করলাম এবং অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর অর্পিত হল।

তফসিল

জেলা: চাঁদপুর, উপজেলা: ফরিদগঞ্জ, মৌজার নাম: ৩১৯ নং ভাটেরহুদ

খতিয়ান	দাগ	শ্রেণি	পরিমাণ (একর)
৬৪,৬৫	৫২২	নাল	০.০৫৫
৪২,৪৩	৬৫৬	হালট	০.০০৫
৪৩	৬৫৭	ভিটি	০.০৬
৪২	৬৫৮	ভিটি	০.০৬
৪২	৬৫৯	নাল	০.০২
৪৩	৬৬০	নাল	০.০২
৩৬	৬৭৮	নাল	০.০২
৩৬	৬৭৯	নাল	০.২৫
৩৫,৩৬,৪২,৪৩	৬৮০	ভিটি	০.০২

মোট = ০.২৮৫০ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ কেস নং: ৮১/১৯৭৬-১৯৭৭

"ঘোষণা"

[১৩(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ: ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২/১৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩০.২৫-১৭৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি "ফরিদগঞ্জ উপজেলায় চাঁদপুর পানি উন্নয়ন প্রকল্পাধীন খাল পুন:খনন এর জন্য ২১৭ নং সানকি সাইর মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮ এর (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে অথবা প্রদান করা হবে মর্মে অনুমতি রয়েছে।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অনুসারে আমি এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়েছে মর্মে ঘোষণা করলাম এবং অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর অর্পিত হল।

তফসিল

জেলা: চাঁদপুর, উপজেলা: ফরিদগঞ্জ, মৌজার নাম: ২১৭ নং সানকি সাইর

খতিয়ান	দাগ	শ্রেণি	পরিমাণ (একর)
৯৪	৯১	ভিটি	০.০১
৬৮	১০২	নাল	০.০৬
৬৮	১০৩	নাল	০.০২
১০৯	১০৪	নাল	০.০৫
১০৯	১০৫	নাল	০.০৫
৯৫	১০৭	নাল	০.০২
৯৫	১০৯	নাল	০.০২
১২২	১১১	নাল	০.০২
১২২	১১২	নাল	০.০৩
১০৯	১১৪	নাল	০.০৪
১০৯	১১৯	নাল	০.০৬
১০৯	১২০	নাল	০.০৪
১০৯	১২৩	নাল	০.০৫
১০৮	১২৪	নাল	০.০৬
১০৮	১২৫	নাল	০.০৫
৬৫	১৩১	নাল	০.০৬
৭০	১৩৫	নাল	০.১৪
১১৭	১৩৭	নাল	০.০৬
১১৭	১৪৬	নাল	০.০৬
১১৭	১৪৭	নাল	০.০৬
৭৮	১৪৮	নাল	০.০৩
৭৮	১৫৭	নাল	০.০২
৭৮	১৫৮	নাল	০.০৩
৭৮	১৬৬	নাল	০.০৪
৭৮	১৬৭	নাল	০.০৪
৭৮	১৬৮	নাল	০.০৪
৭৮	১৬৯	নাল	০.০৪
৭৫	১৭০	নাল	০.১২
১১৫	১৮৫	বাড়ী	০.০১
১১৫	১৮৬	নাল	০.০৯
		ভিটি	০.০৪
১১০	১৮৭	নাল	০.১২
৭৯	২৫৯	নাল	০.০৪
৭৯	২৬০	নাল	০.০২
৮২	২৬১	নাল	০.০৮
৮২	২৬৬	নাল	০.০৫
১২১	২৬৭	নাল	০.০৬

মোট = ১.৮৩০০ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ কেস নং: ১৩৫/১৯৭৬-১৯৭৭

"ঘোষণা"

[১৩(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ: ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২/১৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩০.২৫-১৭৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি "হাইমচর উপজেলায় চাঁদপুর পানি উন্নয়ন প্রকল্পাধীন খাল পুন:খনন এর জন্য ১৫৫ নং দক্ষিণ আলগী মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮ এর (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে অথবা প্রদান করা হবে মর্মে অনুমতি রয়েছে।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অনুসারে আমি এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়েছে মর্মে ঘোষণা করলাম এবং অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর অর্পিত হল।

তফসিল

জেলা: চাঁদপুর, উপজেলা: হাইমচর, মৌজার নাম: ১৫৫ নং দক্ষিণ আলগী

খতিয়ান	দাগ	শ্রেণি	পরিমাণ (একর)
১৬৭	৭০৬	নাল	০.১৪
১৮৩	৭০৭	নাল	০.১৩
৩৫	৭১২	নাল	০.১২
১৮৩	৭১৩	নাল	০.১০
৮	৭২৮	নাল	০.২০
৫৮	৭২৯	নাল	০.১৮
৫৩	৭৩৬	নাল	০.৩২
২১	৮০৩	নাল	০.০৪
৮	৮০৪	নাল	০.০৩
৮	৮০৫	নাল	০.০৪
১৪৯	৮০৮	নাল	০.০৯
১২	৮০৯	নাল	০.১১
৫৬,৬০	৮১০	ভিটি	০.৩৬
৬৩,৬৮	৮১১	নাল	০.১৫
২১	৮১৩	নাল	০.০৫
৩৫	৮১৪	নাল	০.০৫
৩৫	৮১৬	নাল	০.০৫
১১৭	৮১৭	নাল	০.০৬
১১৭	৮১৮	নাল	০.০৬
১১৭	৮১৯	নাল	০.০৭
৯৮	৮২০	নাল	০.০৮
৯৮	৮২১	ভিটি	০.১৯
১১২	৮২২	নাল	০.০৮
১১২, ১১৭	৮২৪	বাড়ী, পুকুর	০.৩৩
১১৭	৮২৮	ভিটি	০.০৩
১৩৭	৮২৯	নাল	০.০৬
১১৭	৮৩০	নাল	০.০৩
১২২	৮৩১	নাল	০.০৩
১২১	৮৩৩	নাল	০.১৬
১৯৮	৮৩৪	নাল	০.১৩
৬২, ৬৭	৯১৭	নাল	০.১৩
৬২, ৬৭	৯১৮	নাল	০.০৭
৬২, ৬৭	৯১৯	নাল	০.০৯
১৭৯	৯২১	নাল	০.০৩
১৭৯, ১৮৩	৯২২	ভিটি	০.১০

মোট = ৩.৮৯০০ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ কেস নং: ১৫৯/১৯৭৬-১৯৭৭

"ঘোষণা"

[১৩(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ: ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২/১৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩০.২৫-১৭৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি "চাঁদপুর জেলায় হাইমচর উপজেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকল্পাধীন খাল পুন:খনন প্রকল্প এর জন্য ১৬৮ নং বাখরপুর মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮ এর (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে অথবা প্রদান করা হবে মর্মে অনুমতি রয়েছে।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অনুসারে আমি এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়েছে মর্মে ঘোষণা করলাম এবং অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর অর্পিত হল।

তফসিল

জেলা: চাঁদপুর, উপজেলা: হাইমচর, মৌজার নাম: ১৬৮ নং বাখরপুর

খতিয়ান	দাগ	শ্রেণি	পরিমাণ (একর)
২৫০	৬৪৫	নাল	০.১০
১৩৬	৬৪৭	নাল	০.০১
১৫৬	৭৯৫	নাল	০.০৫

মোট = ০.১৬০০ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ কেস নং: ১৬১/১৯৭৬-১৯৭৭

"ঘোষণা"

[১৩(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ: ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২/১৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩০.২৫-১৭৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি "ফরিদগঞ্জ উপজেলায় চাঁদপুর পানি উন্নয়ন প্রকল্পাধীন খাল পুন:খনন" এর জন্য ২১৫ নং শাশীয়ালী মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮ এর (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে অথবা প্রদান করা হবে মর্মে অনুমতি রয়েছে।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অনুসারে আমি এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়েছে মর্মে ঘোষণা করলাম এবং অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর অর্পিত হল।

তফসিল

জেলা: চাঁদপুর, উপজেলা: ফরিদগঞ্জ, মৌজার নাম: ২১৫ নং শাশীয়ালী

খতিয়ান	দাগ	শ্রেণি	পরিমাণ (একর)
১৮০	৬৩৪	নাল	০.২৬
৬১	৭০৩	নাল	০.০৪
৬১	৭০৪	নাল	০.০৪

মোট = ০.৩৪ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ কেস নং: ১৩৪/১৯৭৬-১৯৭৭

"ঘোষণা"

[১৩(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ: ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২/১৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩০.২৫-১৭৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি "ফরিদগঞ্জ উপজেলায় চাঁদপুর পানি উন্নয়ন প্রকল্পাধিন খাল পুন:খনন" এর জন্য ১৭৪ নং বিষকাটালী মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮ এর (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে অথবা প্রদান করা হবে মর্মে অনুমতি রয়েছে।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অনুসারে আমি এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়েছে মর্মে ঘোষণা করলাম এবং অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর অর্পিত হল।

তফসিল

জেলা: চাঁদপুর, উপজেলা: ফরিদগঞ্জ, মৌজার নাম: ১৭৪ নং বিষকাটালী

খতিয়ান	দাগ	শ্রেণি	পরিমাণ (একর)
৪২৫	১০৮০	নাল	০.১৩
৪২৫	১০৮১	নাল	০.০৩
২৪২	১০৮২	নাল	০.০৫
২৪২	১০৮৩	নাল	০.০৬
২৪২	১০৮৪	নাল	০.০৬
১১১,১১৩	১১৩৮	বসত	০.০৪
১১১	১১৩৯	বসত	০.০৩
১১১	১১৪৫	নাল	০.০৭
১১১	১১৪৮	নাল	০.১২
১১৩	১১৪৯	নাল	০.২৩
৮৯	১১৫০	নাল	০.১৪
৪৭	১১৫২	নাল	০.০৭
৪৭	১১৫৩	নাল	০.০৬
৮৯	১১৫৪	নাল	০.০৩
৮৯	১১৫৬	নাল	০.০২
৮৯	১১৫৭	নাল	০.০৬
১১৫	১১৭১	নাল	০.০২
১১৫	১১৭২	নাল	০.১০
১১৫	১১৭৪	নাল	০.১৪
১১২	১১৭৫	ভিটি	০.৪৪
১১১,১১৩	১১৭৬	পথ	০.০৫
১৭	১১৮৪	নাল	০.১০
৯	১১৮৫	নাল	০.০৭
৯	১১৮৬	নাল	০.০৯
১৫	১১৮৭	নাল	০.০৮
১৫	১২০১	নাল	০.১০
১৭	১২০২	নাল	০.০৯
৪৭	১২৩০	নাল	০.১৯
১৫	১২৩৩	নাল	০.০৮
১৫	১২৩৪	নাল	০.০৮
৫০৭	১২৩৫	নাল	০.০৮
৫০৭	১২৩৬	নাল	০.০৮
৫০৪	১২৩৭	নাল	০.১৬
১৭	১২৩৮	নাল	০.১৪
৪২৪	১২৪৪	নাল	০.০৫
৪২৪	১২৪৫	নাল	০.০৬
-	১২৪৬	নাল	০.২০

খতিয়ান	দাগ	শ্রেণি	পরিমাণ (একর)
৫০৮	১২৪৭	নাল	০.১০
৫০৮	১২৪৮	নাল	০.১৩
৫০৮	১২৪৯	নাল	০.০৮
৫০৮	১২৫০	নাল	০.০৫
৫০৮	১২৫১	নাল	০.৪০
৫০৮	১২৫২	নাল	০.০৫
৪৩৩	১২৮২	নাল	০.১০
৪১৭	১২৮৩	নাল	০.২৪
৫৪৮	১২৮৪	নাল	০.০৬
৫৪৮	১২৮৫	নাল	০.১৪
৪৩৫	১২৮৬	নাল	০.১০
১৬৮	১২৯৬	নাল	০.১৬
১৬৮	১২৯৭	নাল	০.২৮
১৫৮, ২১০	১৪৫৩	ভিটি	০.০১
১৫৮, ২১০	১৪৫৪	বসত	০.২৫
২১০	১৪৫৫	নাল	০.০৫
১৮১	১৪৫৭	বসত	০.০৩
৪৯৯	১৪৬৭	নাল	০.২৫
৪৩৩	১৪৬৮	নাল	০.১৪
১৮১	১৪৬৯	নাল	০.০৯
১৮১	১৪৭০	নাল	০.২০
১৮১	১৪৭১	নাল	০.২০
১৮১	১৪৭২	নাল	০.১৩
১৮১	১৪৯৪	নাল	০.২৩
২০৮	১৪৯৫	নাল	০.৩৫
১৬১	১৫৬৮	নাল	০.০৩
৫৬৯	১৫৬৯	নাল	০.১০
৫৬৯	১৫৭০	নাল	০.০৯
৩৮২	২৭৩১	নাল	০.২৫
৫০৯	২৭৩২	নাল	০.১৮
৩৫৭	২৭৩৬	নাল	০.১০
৩৫৭	২৭৩৭	নাল	০.০৭
৩৮৭	২৭৩৮	নাল	০.১২
৩৮৭	২৭৪০	নাল	০.১০
৩৯৫	২৭৪৫	নাল	০.০৭
৪৪৯	২৭৪৬	নাল	০.০৬
৫৬০	২৭৫০	নাল	০.২০
৩৫২	২৭৫৬	নাল	০.০৮
৪৯০	২৭৫৭	নাল	০.৩০
৫০৯	২৭৫৮	নাল	০.০৮
৫০৩	২৭৫৯	নাল	০.০৮
৪৭৪,৪৯৪,৪৯৫	৩৫১৬	ভিটি	০.০১
৪৭৪	৩৫২২	বাগান	০.০৪
৪৭৪	৩৫২৩	বাগান	০.০২
৪৯৪	৩৫২৪	নাল	০.০৩
৪৯৫	৩৫২৫	নাল	০.০২
৪৭৪	৩৫২৬	বাগান	০.০৪
৪৭৪	৩৫২৭	বাগান	০.০২
৪৯৪	৩৫২৮	নাল	০.০৩
৪৯৫	৩৫৩০	বাগান	০.০২
৮৮,৯২	৩৫৩৬	বাগান	০.০৭
২০৭	৩৫৪০	বাগান	০.০৩
১৮৫	৩৫৪৩	বাগান	০.০৫
৩৮	৩৫৪৬	নাল	০.১০
৫৭৮	৩৫৪৯	নাল	০.২০
৩৮৫,৫৮০	৩৫৬৪	বসত	০.১৮
৪১	৩৫৬৫	বাগান	০.১৫
১৯	৩৫৬৮	বাগান	০.১২
৩২,৩৩	৩৫৬৯	নাল	০.০৪
৪০৪	৩৬৬০	নাল	০.০৪
৩৪৯	৩৬৬১	বাগান	০.০৬
১০২	৩৬৬৩	বাগান	০.১২
৫২৯,৫৩০,৫৩১	৩৬৬৬	নাল	০.১৪
২৮৭	৩৬৬৮	বাগান	০.০৫
৫৩০,৫৩১	৩৬৭০	বাগান	০.০৪
৮	৩৭০০	পথ	০.০২
৫১১	৩৮০১	বাগান	০.০৫

মোট = ১১.০২০০ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ কেস নং: ৩১/১৯৭৭-১৯৭৮

"ঘোষণা"

[১৩(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ: ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২/১৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩০.২৫-১৭৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি "ফরিদগঞ্জ উপজেলায় চাঁদপুর পানি উন্নয়ন প্রকল্পাধীন খাল পুন:খনন" এর জন্য ২৯৫ নং রুপসা মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮ এর (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে অথবা প্রদান করা হবে মর্মে অনুমতি রয়েছে।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অনুসারে আমি এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়েছে মর্মে ঘোষণা করলাম এবং অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর অর্পিত হল।

তফসিল

জেলা: চাঁদপুর, উপজেলা: ফরিদগঞ্জ, মৌজার নাম: ২৯৫ নং রুপসা

খতিয়ান	দাগ	শ্রেণি	পরিমাণ (একর)
১০৫	১২৪০	নাল	০.০২
১০৫	১২৪১	নাল	০.০২
১০৫	১২৪২	নাল	০.০৪
১৪৫	১২৪৭	পুকুর	০.০৭
১৪৫	১২৫১	নাল	০.০৩
১৪৫	১২৫২	নাল	০.০৩
১৪৫	১২৫৩	নাল	০.০৩
৪৭৭	১২৫৪	বাগান	০.০২
৪৭৭	১২৫৬	নাল	০.০১
৪৭৮	১২৫৭	নাল	০.০৬
২৭৫	১২৬১	নাল	০.০৭
২৭৫	১২৬২	নাল	০.০৩
২৭৫	১২৬৩	নাল	০.১২
৪০৭	১২৬৪	নাল	০.০৪
৪০৭	১২৬৫	নাল	০.০২
৪০৭	১২৬৭	নাল	০.০৪
৪০৭	১২৬৮	নাল	০.০৩
৪০৮	১২৭০	নাল	০.০৫
৪০৮	১২৭১	নাল	০.০৩
৪০৮	১২৭২	নাল	০.০৪
৪০৭	১২৭৭	নাল	০.০১
৪০৭	১২৭৮	নাল	০.০১
৪০৭	১২৮২	নাল	০.০৩
৪০৭	১২৮৪	নাল	০.০২
৪০৭	১২৮৫	বাগান	০.০২
৪০৮	১২৮৬	বাগান	০.০২
৪০৭	১২৮৭	ভিটি	০.০৫
৪০৮	১২৮৮	নাল	০.১০
৪০৭	১২৮৯	নাল	০.০১
২১০	১২৯১	নাল	০.০১
৩৬০,৩৬৪	২০৫৬	বাগান	০.১২
২১০	২০৫৯	নাল	০.০২
২১০	২০৬০	নাল	০.০১
৩৬৩	২০৬১	নাল	০.০২
৩৬৪	২০৬২	নাল	০.০৩
৪০১	২০৬৪	নাল	০.০৭
৪০১	২০৬৬	নাল	০.০২
৪০৩	২০৬৭	নাল	০.০৩
৪০১	২০৬৮	নাল	০.০৬
৪০৪	২০৬৯	নাল	০.০৬
৩৮৭	২০৮৭	ভিটি	০.০২
৩৭৮	২০৯৬	রাস্তা	০.০১
		নাল	০.২৯
৪৩১	২০৯৭	নাল	০.০২
৪৩০	২০৯৮	নাল	০.০৩
৪৪১	২১৪৩	নাল	০.১৫
৪৪১	২১৫৯	নাল	০.০২
৯৮	২১৬০	নাল	০.০৮
৯৮	২১৬৩	নাল	০.০৬
২১০	২০৩৩	নাল	০.১৩
-	২০৯৯	নাল	০.০১

মোট = ২.৩৪০০ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ কেস নং: ০৬/১৯৭৭-১৯৭৮

"ঘোষণা"

[১৩(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ: ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২/১৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩০.২৫-১৭৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি "চাঁদপুর সদর উপজেলায় চাঁদপুর পানি উন্নয়ন প্রকল্পাধীন খাল পুন:খনন" এর জন্য ১৯৩ নং কোমরুয়া মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮ এর (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে অথবা প্রদান করা হবে মর্মে অনুমতি রয়েছে।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অনুসারে আমি এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়েছে মর্মে ঘোষণা করলাম এবং অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর অর্পিত হল।

তফসিল

জেলা: চাঁদপুর, উপজেলা: চাঁদপুর সদর, মৌজার নাম: ১৯৩ নং কোমরুয়া

খতিয়ান	দাগ	শ্রেণি	পরিমাণ (একর)
৩৭	১৭	নাল	০.৭২
৩৭	১৮	ভিটি	০.১৪
		পুকুর পাড়	০.০২
		পুকুর	০.০৪

মোট = ০.৯২০০ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ কেস নং: ০৯/১৯৭৭-১৯৭৮

"ঘোষণা"

[১৩(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ: ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২/১৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩০.২৫-১৭৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি "ফরিদগঞ্জ উপজেলায় চাঁদপুর পানি উন্নয়ন প্রকল্পাধীন খাল পুন:খনন" এর জন্য ২৩৭ নং সাজন মেঘ মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮ এর (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে অথবা প্রদান করা হবে মর্মে অনুমতি রয়েছে।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অনুসারে আমি এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়েছে মর্মে ঘোষণা করলাম এবং অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর অর্পিত হল।

তফসিল

জেলা: চাঁদপুর, উপজেলা: ফরিদগঞ্জ, মৌজার নাম: ২৩৭ নং সাজন মেঘ

খতিয়ান	দাগ	শ্রেণি	পরিমাণ (একর)
৬৮	৮	নাল	০.০৯
৬৮	৯	নাল	০.১১
১১২	১০	নাল	০.২৪
৮৪	১১	নাল	০.০২
৮৪	২৪	নাল	০.০৩
৮৪	২৫	নাল	০.১৩
৮৪	২৬	নাল	০.০৭
১১৯	২৭	নাল	০.১৪
১৩৭,৩	৭২০	নাল	০.০২
৩	৭২২	নাল	০.১০
৩৭	৭২৪	নাল	০.১৮
১৩৭	৭২৫	নাল	০.১৪
৬৬	৭৩৩	নাল	০.১০
৬৬	৭৩৬	নাল	০.০৮
৬৬	৭৩৭	নাল	০.০৫
২৩,৪,২০	৭৩৮	নাল	০.১০
৪	৭৩৯	নাল	০.০৬
-	৭৪৭	নাল	০.১৭
৩	৭৪৯	নাল	০.১০
১৩৬	৭৫০	নাল	০.১০
-	৭৫১	নাল	০.১৪
৪	৭৬৬	নাল	০.১৫
১৩৫	৭৬৭	নাল	০.৩১
১৩৫	৭৬৮	নাল	০.১১
১৭৫	৭৬৯	নাল	০.২২
৪	৭৭০	নাল	০.০৫
৪	৭৭১	নাল	০.০৪
৪৩, ৪৪	৭৭২	নাল	০.০৯
৪৮	৭৭৩	নাল	০.০৭
৪	৭৭৪	নাল	০.০৭
৪	৭৭৫	নাল	০.০৩
৪	৭৭৬	নাল	০.০৩
২২	৭৭৭	নাল	০.০৪
৪২৩,৪,২২,১৬	৭৭৮	নাল	০.২৪
১৭৫	৭৮৬	নাল	০.২২
২	১০১৬	পথ	০.০৩
২	১০১৮	পথ	০.০৩
২	১০১৯	পথ	০.০২
		মোট =	**৩.৯২০০ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ কেস নং: ০১/১৯৭৭-১৯৭৮

"ঘোষণা"

[১৩(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ: ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২/১৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩০.২৫-১৭৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি "ফরিদগঞ্জ উপজেলায় চাঁদপুর পানি উন্নয়ন প্রকল্পাধীন খাল পুন:খনন" এর জন্য ২১৯ নং শোল্লা মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮ এর (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে অথবা প্রদান করা হবে মর্মে অনুমতি রয়েছে।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অনুসারে আমি এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়েছে মর্মে ঘোষণা করলাম এবং অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর অর্পিত হল।

তফসিল

জেলা: চাঁদপুর, উপজেলা: ফরিদগঞ্জ, মৌজার নাম: ২১৯ নং শোল্লা

খতিয়ান	দাগ	শ্রেণি	পরিমাণ (একর)
৬৫	১৯১	ভিটি	০.৪০
৫২	১৯২	ভিটি	০.০৬
৬৬	১৯৩	ভিটি	০.০৬
৭৮	১৯৪	ভিটি	০.০৫
৬০	১৯৫	ভিটি	০.০৪
		মোট =	০.৬১০০ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচি।

জরিপ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৩ আগষ্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০২.১৫ (অংশ-২).৪৩—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাটির আংশিক খতিয়ানসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	খতিয়ান নম্বর	থানা	জেলা	বিভাগ
০১	উত্তর সেনপাড়া পর্বতা	১১	৬০(ষাট) টি	৩৬৬, ৮০০, ১৭৭৭, ১৯১৮, ২০৫২, ৩৭৬৫, ৫৯০৬, ৫৯০৭, ৫৯০৮, ৫৯০৯, ৫৯১০, ৫৯১১, ৫৯১২, ৫৯১৩, ৫৯১৪, ৫৯১৫, ৫৯১৬, ৫৯১৭, ৫৯১৮, ৫৯১৯, ৫৯২০, ৫৯২১, ৫৯২২, ৫৯২৩, ৫৯২৪, ৫৯২৫, ৫৯২৬, ৫৯২৭, ৫৯২৮, ৫৯২৯, ৫৯৩০, ৫৯৩১, ৫৯৩২, ৫৯৩৩, ৫৯৩৪, ৫৯৩৫, ৫৯৩৬, ৫৯৩৭, ৫৯৩৮, ৫৯৩৯, ৫৯৪০, ৫৯৪১, ৫৯৪২, ৫৯৪৩, ৫৯৪৪, ৫৯৪৫, ৫৯৪৬, ৫৯৪৭, ৫৯৪৮, ৫৯৪৯, ৫৯৫০, ৫৯৫১, ৫৯৫২, ৫৯৫৩, ৫৯৫৪, ৫৯৫৫, ৫৯৫৬, ৫৯৫৭, ৫৯৫৮, ও ৫৯৫৯ মোট ৬০ (ষাট) টি।	‘পল্লবি	ঢাকা	ঢাকা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইব্রাহীম মিয়াজী
সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৭ আগস্ট ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০০১.২৪.১৬৯—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাটির স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
০১	নুনিয়াগাড়ী	৬৯	৯৯১	৮	পলশাবাড়ী	গাইবান্ধা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ১০৭৮০/২০২৫ নং রিট পিটিশন দায়ের থাকায় ১২৬ ও ১৩৭ নং বিআরএস খতিয়ান ব্যতীত।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইব্রাহীম মিয়াজী
সহকারী সচিব।